এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

# সংবাদ পরিষেবা

ডিসেম্বর ২০১০

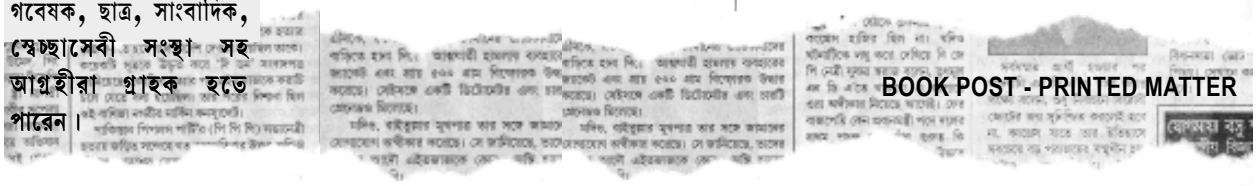


## গম ন

১৬/২৬৬

যে গমের আটা থেকে রুটি-পাউরুটি হয় ও বিশ্বের সিংহভাগ যার উপর নির্ভরশীল সেই গম নাকি ওজোন সংবেদনশীল। ১৯৮০ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত দীর্ঘসময় পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত যে, ওজোনের ঘনত্ব ৩০ থেকে ২০০ পিপিবি বা পার্টস পার বিলিয়ন হলে গমের উৎপাদন ২৯ শতাংশ হ্রাস পায়। শুধু গমই নয়, ওজোনের আধিক্য কমিয়ে দিতে পারে তামাক ও ধানের ফলনও। ভারত, জাপান ও নেপালের বিজ্ঞানীদের এই গবেষণা বলছে ভবিষ্যতে গমের উৎপাদনে ওজোন বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে। তবে গবেষকদের আশা, বিভিন্ন প্রজাতির গমের ওজোন-সংবেদনশীলতা আলাদা আলাদা হওয়ায়, যেসব অঞ্চলে ওজনের ঘনত্ব বেশি সেখানে চাষের উপযুক্ত প্রজাতি বাছাই করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। খবর দিল ডাউন টু আর্থ।

## অর্ধেক আকাশ!

১৬/২৬৭

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ রোজগার নিশ্চয়তা কর্মসূচিতে পুরুষদের তুলনায় মহিলারা অংশ নিচ্ছে বেশি। গত অক্টোবর অব্দির হিসেবে এই অংশগ্রহণ ৫০ শতাংশেরও বেশি। কেরালা, তামিলনাড়ু ও রাজস্থানের মতো রাজ্যে যেখানে মহিলারা শ্রমশক্তি হিসেবে আগে খুব একটা আত্মপ্রকাশ করেনি, এই কর্মসূচিতে মহিলাদের শ্রমশক্তি হিসেবে যোগদানে সেই রাজ্যগুলির সাফল্য অভূতপূর্ব। পুরুষেরা যখন শহরে কাজ করতে যায়, মেয়েরা তখন এই প্রকল্পে কাজ করে। দেখা গেছে আইনটি পারিবারিক আয় বাড়িয়েছে। মেয়েদের বেশি সংখ্যায় যোগদান প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। স্থানীয় বাস্তুসংস্থানের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার বিষয়টি এই অংশগ্রহণের ফলে সফল হওয়ার আশা জাগিয়েছে। এসব খবর পেলাম ইন্ডিয়া এনভায়রনমেন্ট পোর্টাল থেকে।

## শহর-ইয়ার

১৬/২৬৮

অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, গুজরাট, হরিয়ানা, কর্নাটক ও মধ্যপ্রদেশের শহরাঞ্চলে খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে। কম হলেও ২০০৬-এর পর থেকে পাঞ্জাবের পরিস্থিতিও ভালো নয়। স্টেট অফ ফুড ইনসিকিউরিটি ইন আরবান ইন্ডিয়া রিপোর্টে এই তথ্য প্রকাশিত। রিপোর্টে বলা হয়েছে আর্থিক সংস্কার ও জিডিপি বা গড় অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেলেও, সব রাজ্যের ক্ষেত্রেই শহরাঞ্চলে খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতি লক্ষ্য করা যায়নি। ১৯৯১ থেকে শহরে বসবাসী মানুষের মধ্যে অসাম্য বেড়েছে যা শহরের গরিব ও বস্তিবাসীর খাদ্য নিরাপত্তার আরও অবনতি ঘটিয়েছে। ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের প্রতিনিধি মাইহোকো তামামুরার মতে, শহরাঞ্চলে বাজারগুলিতে খাদ্যের অভাব না থাকলেও, তা গরিবদের খাদ্য নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে পারেনি। খবর দিল লিগ্যাল নিউজ অ্যান্ড ভিউজ।

## আলুভাতে!!

১৬/২৬৯

ভারতের বিজ্ঞানীরা জৈব প্রযুক্তির সাহায্যে অভিনব আলু ফলিয়েছেন। এতে শর্করার স্থান দখল করেছে প্রোটিন। নতুন আলুর

প্রজাতিটির নাম দেওয়া হয়েছে 'প্রোটাটো'। এতে থাকছে ষাট শতাংশের বেশি প্রোটিন ও বাড়তি অ্যামিনো অ্যাসিড। প্রোটিন ঘাটতির শিকার মানুষজনের এই আলু পুষ্টির ঘাটতি পূরণ করবে বলে বিজ্ঞানীদের দাবি। এসব খবর দিল অক্টোবর ১৫-৩১ ২০১০ ডাউন টু আর্থ পত্র।

## এভার গ্রিন টি

১৬/২৭০

আমেরিকান জার্নাল অফ ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন ২০০৯ সংখ্যায় প্রকাশ, যারা নিয়মিত 'গ্রিন টি' বা সবুজ চা পান করে তারা অবসাদে কম ভোগে। কালো এবং সবুজ দুটি চা-ই তৈরি হয় একই গাছ থেকে, যার বৈজ্ঞানিক নাম ক্যামেলিয়া সাইনেসিস। চা-এ প্রচুর ফ্ল্যাভোনয়ডস নামে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট থাকে, যার গুণে চা একটি স্বাস্থ্যপদ পানীয়। সবুজ চা-এ পাওয়া যায় টেহামাইন নামে একটি অ্যামিনো অ্যাসিড যা মস্তিষ্ককে চাপমুক্ত রাখতে সাহায্য করে। জানাচ্ছে অক্টোবর ২০১০-এর হেল্‌থ অ্যাকশন।

## বর্ষামঙ্গল

১৬/২৭১

প্রতিবছর বর্ষায় শহরের রাজপথ, ন্যাশনাল হাইওয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, খানাখন্দে ভরে উঠে। যার মেরামতিতে বিপুল অর্থ ব্যয় হয়। কিন্তু উপযুক্ত প্রযুক্তির ব্যবহারে সেই বিপুল পরিমাণ জল মাটির নীচে পাঠাতে পারলে ভূ-জলের স্তর যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনই রাজপথগুলিও বাঁচবে। জল সংরক্ষণ মন্ত্রকের ভূতপূর্ব বিশেষজ্ঞ এস কে জৈন বলেছেন, দেশের বড় রাস্তাগুলির ধারে বৃষ্টি জল সংগ্রহের বিপুল সম্ভাবনা থাকলেও সেদিকে নজর দেওয়া হয়নি। তার মতে দেশের সব শহরের রাস্তা ও ন্যাশনাল হাইওয়ের ধারে বৃষ্টিজল সংগ্রহের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে ৫ হাজার কোটি কিউবিক মিটার জল ভূগর্ভে পাঠানো যেতে পারে। ভূ-জলের স্তর বাড়াতে বড় রাস্তার ধার ধরে বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। কোয়েম্বাটুর পুরনিগমের সঙ্গে একটি বেসরকারি সংস্থা যৌথভাবে একটি প্রকল্প চালু করেছে। যার সুফলও মিলছে। জানা গেছে এইভাবে সেখানকার ভূ-জলস্তর ৫০ মিটারেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন আর সেখানে ফি বর্ষায় শহরের রাস্তায় জল জমে না। খবর দিল সর্বোদয় প্রেস সার্ভিস সেপ্টেম্বর সংখ্যায়।

## প্লাস্টিক রেখে ঢুকুন

১৬/২৭২

অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যানের মধ্যে প্লাস্টিক সামগ্রী নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ হল। বনমন্ত্রী অনন্ত রায় জানিয়েছেন, প্লাস্টিক দূষণ থেকে অরণ্যকে বাঁচাতে এই ব্যবস্থা। প্রতিবছর হাজার হাজার পর্যটক গরুমারা জাতীয় উদ্যান, জলদাপাড়া, মহানন্দা ও চাপরামারি অভয়ারণ্যে বেড়াতে যান। ওইসব অরণ্যে ঘুরতে যাওয়া পর্যটকদেরও প্লাস্টিকের ব্যাগ, বোতল, চকলেটের মোড়ক নিতে নিষেধ করা হয়েছে। অবশ্য বেবি ফুড ও জলের বোতলের ক্ষেত্রে ছাড় রাখা হয়েছে। গাইডদেরও বলা হয়েছে, অনুমোদিত প্লাস্টিক সামগ্রী ভ্রমণের শেষে পর্যটকরা জঙ্গলে না ফেলে যেন ফেরত নিয়ে আসেন আসেন। অন্যথায় দু-হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে। এসব খবর দিল গ্রিন ফাইল সেপ্টেম্বর ২০১০।

## টক ?

১৬/২৭৩

সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে প্রমাণ আঙুর খেলে উচ্চ রক্তচাপ কমতে পারে। এছাড়া হৃদরোগের ঝুঁকি এবং হার্টের পেশির ক্ষতির আশঙ্কাও হ্রাস পায়। এইসব অসুখে চিকিৎসকের নির্দেশমতো খাদ্য ও পথ্য খেতে হয়। তবে তার দরুন যতটা সুফল আঙুরে তার তুলনায় অনেক বেশি। আমাদের দেহে অন্যান্য কোষের মতো ক্ষতিকারক অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের মোকাবিলায় হার্টের কোষ গ্লুটাথাইওয়ান নামে একটি অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট প্রোটিন তৈরি করে। উচ্চ রক্তচাপ হার্টে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস সৃষ্টি করে এবং সুরক্ষা প্রদানকারী গ্লুটাথাইওয়ানের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। আঙুর এই গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিনটির মাত্রা বাড়িয়ে তোলে। দেখা গেছে যে সব প্রাণী আঙুর খায় তাদের হার্ট অন্যদের তুলনায় ভালো কাজ করে।

## চটি যে দিল

১৬/২৭৪

হাওয়াই চটি গলিয়েও বিপদ। এই চটির মূল উপাদান রবারের উৎপাদন জঙ্গল কেটে হয়। পরিণতিতে ভূমিক্ষয়, জমির উর্বরতা হ্রাস ও জীব বৈচিত্র নষ্ট। এছাড়া উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সালফার ও কার্বন ব্ল্যাক লাগে যার ফলে বাতাস দূষিত হয়। হাওয়াই চটি তৈরিতে সম পরিমাণে কঠিন বর্জ্য ও উদ্বায়ী জৈব যৌগ (ভোলাটাইল অর্গানিক কমপাউন্ড) সৃষ্টি হয়। এই যৌগ স্বাস্থ্যের পক্ষে বিষম ক্ষতিকর। সস্তা হওয়ার জন্য এবং সহজে পাওয়া যায় বলে হাওয়াই চপ্পল ঘন ঘন বদলানো এবং ফেলে দেওয়া হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই চটির অন্তিম পরিণতি জমি ভরাট বা পুড়িয়ে নষ্ট করা। ফলে ভূ-জল, বাতাস সবই দূষিত হয়। খবরটি



পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

দিচ্ছে গোবার টাইমস, আগস্ট ২০১০ সংখ্যা।

**একদিন সূর্যের ভোর...!** ১৬/২৭৫

সৌরালোক ও হাওয়া দিয়ে ভারত বিকল্প শক্তি ও জ্বালানি দুনিয়াকে পথ দেখাতে পারে। এমনই বলেছেন আল গোরে। গোরে এমন বলেছেন ভারতে এসে এই নভেম্বরে। হিন্দুস্তান টাইমস-এর এক আলোচনাসভায় তিনি বলতে এসেছিলেন। তবে সৌরালোক নিয়ে বলেছেন বেশি।

সূর্য-বিজলী বানাতে লাগে ফোটো-ভোল্টেক কারিগরি। এই কারিগরির ব্যবহার বাড়লে তা নিয়ে গবেষণা বাড়বে, ব্যবহার বাড়লে সস্তাও হবে, চাহিদা বাড়লে এই সরঞ্জাম তৈরির কোম্পানিও বাড়বে ভারত-জাপান-তাইওয়ানে। আলোচনায় এসব বলেছেন তিনি। খবর দিচ্ছে পিটিআই।

**সেনেটঘুঘু** ১৬/২৭৬

আমেরিকায় জলবায়ু বদল রোখার কাজ বাধ সাধছে অনেকে। এই বাধা দেওয়ার শক্তির সংখ্যা ৬। এই ৬-এর কোনো না কোনোটাতে জড়িয়ে আছে সেনেটের কোনো না কোনো সভ্য। জলবায়ু-বদল নিয়ে মার্কিন জনতার মত বদলের তারা চেষ্টা করছে। এইজন্য এইসব দল ওদেশের কার্বন-দূষক বহুজাতিকদের কাছ থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার নজরানা পাচ্ছে। গত নভেম্বর ভারতে এসে এক আলোচনাসভায় এমন বলেছেন আল গোরে। পিটিআই এসব জানাল।

**...হোয়াট ডু ইউ মীন?** ১৬/২৭৭

কর্নাটকে মাছের তেল থেকে জৈব-জ্বালানি হচ্ছে। এমন কথা বলছেন ওয়াই বি রামকৃষ্ণ। বলেছেন এক সাংবাদিক-সভায় গত নভেম্বরে। শ্রী রামকৃষ্ণ ওখানের বায়ো-ফুয়েল টাস্ক ফোর্সের প্রধান।

কর্নাটকে উপকূল-মেশা তিন জেলায় মাছের তেল বানানো হয়। ফি বছর ইউরোপে রফতানি হয় ৬০ হাজার টনের ওপরে। কিলো প্রতি দাম হয় ২৮ টাকা। তেল থেকে জৈব জ্বালানি বানালে কিলো প্রতি পাওয়া যাবে ৫০ টাকা। এই নিয়ে এক কর্মশালার কথাও টাস্ক ফোর্স ভাবছে। কর্মশালায় ডাকা হবে তেল উৎপাদক ১৮টি উদ্যোগ, বিজ্ঞানী ও উদ্যোগপতিদের। খবর দিচ্ছে ডেইজিওয়ার্ল্ড মিডিয়া নেটওয়ার্ক, ম্যাঙ্গালোর।

**হরিয়ানার এনার্জি** ১৬/২৭৮

হরিয়ানায় রাজ্যজুড়ে বায়োগ্যাস চুল্লি বসবে। গ্রামেও বসবে, শহরেও বসবে। ভাগে ভাগে এই চুল্লি আগে বানিয়ে নেওয়া হবে। তারপর একসাথে করে বসবে। গৃহস্থের হেঁসেলের কুটোকাটা ও পচনশীল জঞ্জাল এর কাঁচামাল হবে। চুল্লি বানাতে উৎসাহী কোম্পানি, উদ্যোগী, উৎপাদক ও সরবরাহ-ব্যবসায়ীকে এইজন্য ডাকা হচ্ছে। তাদের ছাপানো ছককাটা দরখাস্তে আবেদন করতে বলা হচ্ছে। আবেদন করতে বলছে হরিয়ানা রিনিউএবল এনার্জি ডেভলপমেন্ট এজেন্সি। যারা রাজ্যজুড়ে নবীকরণযোগ্য জ্বালানির প্রসারের দায়িত্বে। আবেদনের ছক পাওয়াও যাবে এজেন্সির সাইটে। এইসব খবরও দিল এই এজেন্সির এক মুখপাত্র।

**যমুনাউৎসব** ১৬/২৭৯

উত্তরপ্রদেশে পরিবেশবিদরা এবার দীপ্র ও মুখর। তাঁরা পরিবেশ নিয়ে ২৫ দিনের পদযাত্রা করেছে। হিমালয়ের যমুনেত্রী হিমবাহ থেকে পদযাত্রা শুরু করে, শেষ করেছে প্রয়াগে। পদযাত্রার সংগঠক ওরাজ্যের কলা সঙ্গম কেন্দ্র নামের এক পরিবেশ ও সংস্কৃতি পরিষদ।

উদ্দেশ্য 'নদীকে কলুষমুক্ত রাখা ও জলাভূমি বাঁচানো'-র, বার্তা জনতার কাছে পৌঁছানো। উদ্দেশ্য, যমুনার রক্ষা ও নদীপাড়ের সংস্কৃতির লালন। পদযাত্রার পাশাপাশি নদীপাড়ে এইজন্য বিচিত্রানুষ্ঠানও হয়। যমুনা নিয়ে এক তথ্যচিত্রও নাকি শীঘ্র মুক্তি পাবে। এ এন আই এইসব জানাল।

**কী মিষ্টি !** ১৬/২৮০

পাঞ্জাবে মিষ্টির দোকানে কড়া টহলদারি। এসব হচ্ছে পাঞ্জাবের লুধিয়ানায়। লুধিয়ানার জেলা স্বাস্থ্য দফতর এই নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছে।

এর মধ্যেই ওখানের পাঁচ মিষ্টির পরখ হয়েছে। পরখ হয়েছে এক পরীক্ষাঘরে। পরখের ফল ভালো হয়নি। এই পাঁচ মিষ্টি হল রসগোল্লা, গোলাপজাম, বালুসাই, পিঠা ও পাতিসা। স্বাস্থ্য দফতর দোকান থেকে মিষ্টি এনে ডাঁই করেছে। এই মিষ্টি খারাপ, এই মিষ্টি বাসি মিষ্টি। দফতর মিষ্টি নষ্ট করছে, কারণ এই মিষ্টি অখাদ্য। এই মিষ্টি টাটকা রাখতেই ভেজাল দফতর বলছে ওখানে খাদ্য তদারকি আইন ১৯৫৫ লঙ্ঘিত হচ্ছে। আইন লঙ্ঘনে এবার সাজাও হতে পারে। মিষ্টি, ভেজাল নিয়ে ধরপাকড় ঘটছে দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ ও হরিয়ানাতেও।

**এবার গুটখা !** ১৬/২৮১

গুটখা নিয়ে কড়াকড়ি। গুটখার মোড়কে গুটখা কে তৈরি করেছে তার নাম-ঠিকানা এবার থেকে ছাপতে হবে। কে মোড়কে ভর্তি করল বা কে দেশে আমদানি করল, ছাপতে হবে তার নাম, ঠিকানা। কবে তৈরি হল, কত ওজন বা কবে আমদানি হল, প্যাক হল জানাতে হবে। জানাতে হবে দাম ও বিধিসম্মত সতর্কীকরণও।

কেউ এসব না মানলে রাজ্য সরকার আইন মোতাবেক সাজা দেবে। এই নিয়ে আইন আছে ১৯৭৬-থেকে। সঙ্গে খাদ্য তদারকি আইন ১৯৫৫ তো আছেই। রাজ্যসভায় এমন সব কথা জানিয়েছেন কৃষি মন্ত্রকের পক্ষে অধ্যাপক কে ভি টমাস এক প্রশ্নের উত্তরে।

**চরকেরা !** ১৬/২৮২

ক্লান্তি কমানোর এক ওষুধ এসেছে দেশের বাজারে। ওষুধের নাম 'পুনর্জীবন'। এটা একটা ভেষজ ওষুধ। বাজারে এনেছে আমরুথ আয়ুর্বেদ ও যোগ সেন্টার। পুনর্জীবন ক্লান্তি কাটাতে ধন্বন্তরী।

এর মূল ওষুধটি কিন্তু জনজতিদের আবিষ্কার। এই জনজাতিরা কেরালার ত্রাভাঙ্কোরের। নাম তাদের 'কানি'। পুনর্জীবন-এর ভালো পসার ঝাড়খণ্ডে। এই ওষুধ থেকে আয়ের নির্দিষ্ট অংশ নিয়মিত পৌঁছে যায় কানিদের কাছে। সিভিল সোসাইটি সাময়িকীর নভেম্বর ২০১০-এর সুবাদে এসব কথা জানলাম।

## প্রকাশিত হয়েছে

বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ে প্রবেশ। এর মাঝের সময়টা শিশুর বড় হওয়ার জন্য খুব জরুরি। তার মনের লালন, বিকাশ এই সময় সাহচর্য চায়। ঘর থেকে শিশু বাইরে বেরোয়। চারপাশ দেখে, জানে ও বুঝতে চায়। এই বোঝানোর কাজ করতে হয়, প্রকৃতি-পরিবেশের সঙ্গেও তাকে ধীরে ধীরে মিশিয়ে দিতে হয়, মিলিয়ে দিতে হয়। এইজন্য কোথাও কোথাও প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র আছে। সেই কেন্দ্রের শিক্ষক বা যে কোনো অভিভাবক এই সময় শিশুকে কী শেখাবেন, কীভাবে শেখাবেন তা পাতায় পাতায় এই বইতে। হাতে কলমে শেখাতে ছবিই বেশি। এই শিক্ষার পাঠক্রম, শংসাপত্র ইত্যাদির খসড়াও আছে। রয়েছে এক ছড়ার সংগ্রহও।

ডবল ডিমাই (৭"x১০") সাইজে ১৬ পয়েন্টে হোয়াইট প্রিন্টে ছাপা, পাতা সংখ্যা ৪৮, মূল্য : ৪০ টাকা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ২০১০

**যোগাযোগ** | ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮ এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, **দূরভাষ :** ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

**সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার,** ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু